শানে ওসমানে গণী

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

30-August-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নূরের আধার, সকল নবীদের সরদার, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেছেন: **হে মুহাম্মদ**! مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ, وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ যে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে আমি তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবো এবং যে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে আমি তার প্রতি সালাম প্রেরণ করবো। (মুসনাদে আহমদ, হাদীসে আব্দুর রহমান বিন আউফ, ১/৪০৭, হাদীস নং- ১৬৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্তর্ভূক্ত এবং ন্যায় বিচারক, তাঁদের যখন আলোচনা করা হয় তখন কল্যাণময় আলোচনা করা ফরয। কোন সাহাবীর প্রতি মন্দ বিশ্বাস রাখা পথভ্রষ্টতা এবং জাহান্নামে অধিকারী হওয়া, কেননা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা আসলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করাই। সকল সাহাবীয়ে কিরাম বড় ছোট (তাঁদের মধ্যে নিম্ন মর্যাদার কেউ নেই) সকলেই জান্নাতি, তাঁরা জাহান্নামের সামান্যতম আওয়াজও শুনবেন না এবং সর্বদা তাঁরা মন মতো পেতে থাকবেন। (বাহারে শরীয়ত, ১/২৫৪) এই পবিত্র স্বত্বাগণের ফযীলত ও প্রশংসা, তাঁদের সদাচরন, সুন্দর চরিত্র এবং ঈমানের আলোচনা দ্বারা কিতাব সমূহ ভরে আছে আর তাঁদের দুনিয়াতেই ক্ষমা ও আখিরাতের নেয়ামত ও **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। যেমনটি ১১তম পারা সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও **আল্লাহর** প্রতি সন্তুষ্ট;

১৮ যিলহজ্ব সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তিত্ব তৃতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর শাহাদতের দিন, আজ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ানে আমরা তাঁরই শান ও মহত্ব সম্পর্কে শ্রবন করবো। আসুন! তাঁর ফযীলত সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবন করি।

অতুলনীয় ঘটনা

বর্ণিত আছে; আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কোন একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এমতাবস্থায় আসরের সময় হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে অগ্রসর হয়ে ইমামতি করতে বললেন তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: আপনি এই কাজের জন্য আমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত, কেননা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনাকেই অগ্রগামি করেছেন এবং আপনারই প্রসংশা করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনার সামনে অগ্রগামী হবো না, কেননা আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: "ওসমান কতই না ভাল লোক, আমার জামাতা এবং আমার দু'জন কন্যার স্বামী, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর সাথে আমার নূর মিলিয়ে দিয়েছেন।" হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি আপনার সামনে অগ্রগামি হবো না, কেননা আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: **আল্লাহ তায়ালা** ওমরের মাধ্যেমে ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার সামনে অগ্রগামি হবো না, কেননা আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: ওসমানকে ফিরিশতারাও লজ্জাবোধ করেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার সামনে অগ্রগামি হবো না, কেননা আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: **আল্লাহ তায়ালা** ওমরের মাধ্যমে দ্বীনকে পূর্ণতা দেন এবং মুসলমানদের সম্মান দান করেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার সামনে কখনোই অগ্রগামি হবো না, কেননা আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: ওসমান কোরআনে পাককে সংকলন করবে এবং সে **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয়। হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার সামনে অগ্রগামি হবো না, কেননা আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: ওমর কতই না ভাল মানুষ, বিধবা ও এতিমদের খোঁজ খবর রাখে, তাদের জন্য তখন খাবার নিয়ে যায়, যখন

মানুষ স্বপ্নের জগতে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার সামনে অগ্রগামি হবো না, কেননা আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: **আল্লাহ তায়ালা** জাইশুল উসরা (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধের জন্য বাহিনী) প্রস্তুতকারী ওসমানকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আপনার সামনে অগ্রগামি হবো না, কেননা আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ দোয়া ইরশাদ করতে শুনেছি: **হে আল্লাহ**! ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মান দান করুন! এবং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনার নাম ফারুক রেখেছেন আর **আল্লাহ তায়ালা** আপনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করেছেন। এই ঘটনার সংবাদ যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পেলেন তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উভয়ের জন্য দোয়া করেন এবং একে অপরের সাথে সদাচরন করার জন্য তাঁদের প্রসংশা করেন। **(আর রওযুল ফায়েক, ৩১৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও প্রেম এবং একে অপরের প্রতি সম্মানের পবিত্র প্রেরণা সম্পর্কে জানা যায়, তেমনিভাবে সায়্যিদুনা ফারুকে আযম এবং সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর মহত্ব ও শানও প্রকাশ পেলো। তাছাড়া এথেকে আরো মাদানী ফুল পাওয়া যায় যে, যখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان একে অপরের মর্যাদাকে সম্মান করেন, তখন আমাদের তো তাঁদের মহত্ব ও শান সম্পর্কে আরো বেশি বর্ণনা করা উচিৎ এবং শুধু নিজেই তাঁদের ভালবাসাকে নিজের অন্তরে গেঁথে রাখবেন না বরং নিজের সন্তানদেরও সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ভালবাসা ও তাঁদের আদব শিখান। এর একটি উত্তম পন্থা হলো যে, নিজের সন্তানদের সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ঘটনাবলী শুনান, তাঁদের চরিত্র ও আচরন সম্পর্কে বলুন এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার উৎসাহ দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে (১ম খন্ড)"** কিতাবটি ছাপানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে, এই কিতাবের ৯৭ জন সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সংক্ষিপ্ত জীবনি ও ঘটনাবলীর

পাশাপাশি অসংখ্য মাদানী ফুলও বিভিন্ন স্থানে শোভা পাচ্ছে। আপনারাও এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা হতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমরা আমাদের জীবনি ও আচার আচরন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার চেষ্টাও করতে পারবো। অনুরূপভাবে মাকতাবাতুল মদীনার আরো একটি খুবই সুন্দর কিতাব **"কারামাতে সাহাবা"** অধ্যয়ন করুন, এভাবে সাহাবাদের জীবনি সম্পর্কিত মাকতাবাতুল মদীনার আরো একটি সুন্দর কিতাব রয়েছে, যার নাম হচ্ছে **"খোলাফায়ে রাশেদিন"**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খোলাফায়ে রাশেদিনদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্যে উত্তম ও উচ্চ **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তেমনিভাবে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাহাবীদের মধ্যেও সবচেয়ে উত্তম মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে **আমাদের প্রিয় আক্বা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদিন (অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী এবং আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)। **(রিয়াযুন নুদ্বরা, ২য় খন্ড, ৫ম পৃষ্ঠা)**

তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই মহান সৌভাগ্যও অর্জিত যে, তাঁর বংশধারার পঞ্চম পুরুষ হযরত সায়্যিদুনা আব্দে মুনাফে এসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বংশের সাথে মিলে যায়। অনুরূপ ভাবে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এরপর তাঁরই বংশ সবচেয়ে কম অর্থাৎ মাত্র পঞ্চম পুরুষে গিয়ে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে মিলে যায়। **(রিয়াযুন নুদ্বরা, ২য় খন্ড, ৫ম পৃষ্ঠা)**

তাঁর নাম এবং উপনাম

তাঁর মুবারক নাম জাহেলিয়্যতের যুগ (ইসলামের পূর্বে) এবং ইসলামের যুগ উভয়েই "ওসমান" ছিলো। (রিয়াযুন নদ্বরা, ২য় খন্ড, ৫ম পৃষ্ঠা) জাহেলিয়্যতের যুগে (ইসলামের পূর্বে) তাঁর উপনাম ছিলো "আবু আমর", পরে যখন **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর সাথে বিবাহ হলো, তাঁর একজন শাহজাদা হযরদ সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর জন্ম হলো তখন তাঁর নামানুসারে উপনাম "আবু আব্দুল্লাহ" রেখে নিলেন। অতঃপর তাঁর আরেক সন্তান হযরত সায়্যিদুনা আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর জন্ম হলে তখন তাঁর নামানুসারে উপনাম "আবু আমর" রাখলেন, উভয়টিই প্রসিদ্ধ কিন্তু "আবু আমর" বেশি প্রসিদ্ধ।

(তবকাতে কবরী, ওসমান বিন আফফান, ৩য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা। রিয়াযুন নুদ্বরা, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)

জাহেলিয়তের যুগে তাঁর গুণাবলী

তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ জাহেলিয়্যতের যুগেও তাঁর সম্প্রদায়ে নিষ্টবান ও সম্মানিত লোকেদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সুন্দর স্বভাব তাঁর রাগের উপর প্রাধান্য লাভ করতো, এই কারণেই খুবই মিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন, খুবই দয়ালূ ছিলেন। শান ও শওকতের মালিক, খুবই ধনী কিন্তু লজ্জা শরমের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মুবারক স্বত্বা সকল প্রকার মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র ছিলো, বরং জাহেলিয়্যতের যুগেও তিনি এমন উন্নত গুণের অধিকারী ছিলেন যে, স্বয়ং কোরাইশের লোকেরাও তাঁকে খুবই ভালবাসতো। কোরাইশদের তাঁর প্রতি ভালবাসা এতই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তা প্রবাদ হয়ে গিয়েছিলো এবং মায়েরা যখন রাতে তাদের সন্তানদের ঘুম পারাতো তখন তাদেরকে ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে এভাবে বলতো: "اُحِبُّکَ وَالرَّحْمٰنُ حُبَّ قُرَیْشٍ عُثْمَان۔" অর্থা আমি এবং আমার **রব তায়ালা** তোমাকে ভালবাসি, যেমেনটি কোরাইশরা (সায়্যিদুনা) ওসমানে গণী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কে ভালবাসে।"

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯ খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

পবিত্র অবয়ব

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনেক সুন্দর আকৃতির অধিকারী ছিলেন এবং খুবই সুদর্শন মানুষ ছিলেন। তাঁর মুবারক উচ্চতা বেশি খাটোও ছিলো না আর বেশি লম্বাও ছিলো বরং মধ্যম আকৃতির ছিলেন, তাঁর চেহারা খুবই সুন্দর, রঙ লালচে ফর্সা ছিলো। উভয় গাল ছিলে বড় বড়, কান লম্বা, মুবারক দাঁত খুবই সুন্দর, বুক প্রশস্ত, উভয় কাঁধের মধ্যখানে দুরত্বের পাশাপাশি তাঁর পায়ের গোড়ালী শক্তিশালী এবং দেখতে সুন্দর ছিলো, আর মুবারক বাহু দীর্ঘাকার ছিলো। মাথা মুবারকে কোঁকড়ানো চুল খুবই ঘন এবং তা কানের নিচে পর্যন্ত ছিলো। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর দাড়ির ন্যায় তাঁর দাড়িও ঘন ছিলো। চামড়া পাতলা কিন্তু সোনালী লোম দ্বারা পূর্ণ ছিলো, এতই সৌন্দর্য্যের অধিকারী হওয়ার পরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লজ্জা শরমের অধিকারী ছিলেন। **(তাবকাতে কুবরা, ওসমান বিন আফফান, ৩য় খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। আল ইসাবাতা, ওসমান বিন আফফান, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা। রিয়াযুন নদ্বরা, ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)**

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনেক ধনী হওয়ার পরও দামি পোশাক পরিধান করার পরিবর্তে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পোশাকের অনুসরন করতেন এবং ভালবাসা ও প্রেমের প্রতিচ্ছবিও এটাই যে, প্রকাশ্য অবয়বেও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রতিবিম্ব হওয়া।

পোশাকেও সুন্নাতের অনুসরন

হযরত সায়্যিদুনা সালামা বিন আকওয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর তেহবন্দ (লুঙ্গী) পায়ের অর্ধ গোছা পর্যন্ত হতো এবং এর কারণ হিসেবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলতেন যে, "هٰكَذَا كَانَتْ اِزْرَةُ صَاحِبِيْ অর্থাৎ **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লুঙ্গীও অনুরূপ (অর্থাৎ পায়ের অর্ধ গোছা পর্যন্তই) থাকতো।" **(আশ শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ৮৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর **রাসূলের** সুন্নাতের প্রতি আমলের প্রেরণার প্রতি সাধুবাদ! তিনি

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পোশাক পরিধানেও **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করতেন। আমাদেরও সুন্নাত অনুযায়ী পোশাক, মাথায় বাবরী চুল এবং পাগড়ী শরীফ, চেহারায় শরীয়ত সম্মত এক মুষ্ঠি দাড়ি, চোখে সুরমা, মাথায় তেল লাগিয়ে চলমান সুন্নাতের প্রতিবিম্ব হয়ে যাওয়া উচিৎ এবং ফ্যাশেনেবল টাইট পোশাক পরিধান করা থেকে শুধু নিজে বিরত থাকলে হবে না বরং অপরকেও নম্রতা ও ভালবাসা সহকারে বুঝিয়ে সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ দেয়া উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কয়েকটি উপাধি এবং এর কারণ শ্রবন করি।

প্রথম উপাধি, যুন নুরাঈন

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর একটি প্রসিদ্ধ উপাধি হচ্ছে **"যুন নুরাঈন অর্থাৎ দু'টি নূরের অধিকারী"**। এই উপাধিটি ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণ হলো যে, তাঁর বিবাহ বন্ধনে একের পর এক **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'জন শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়া এবং হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এসেছিলেন, এই কারণেই তাঁকে **"যুন নুরাঈন"** বলা হতো। **(তাহযীবুল আসমা, ১ম খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দ্বিতীয় উপাধি, জামেউল কোরআন

তাঁর আরেকটি উপাধি হচ্ছে **"জামেউল কোরআন"**। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর খেলাফতের যুগে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন স্থান থেকে কোরআনে পাকের সকল পৃষ্ঠাবলী সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু এতে তিনটি কাজ বাকি ছিলো, সংগ্রহ করা পৃষ্ঠাবলীকে একটি পান্ডুলিপিতে সংকলন করা, অতঃপর তা একটি গ্রন্থাকারে ইসলামী দেশের বড় বড় শহরে বন্টন করা এবং সবাইকে কোরাইশের উচ্চারণ ভঙ্গিতে পাঠ করার আদেশ দেয়া। এই তিনটি কাজ **আল্লাহ তায়ালা** আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে

গ্রহণ করেন এবং মহান কোরআনে পাক একত্র করার **আল্লাহ তায়ালার** ওয়াদা অনুযায়ী পরিপূর্ণ হলো, তাই আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে **"জামেউল কোরআন"** বলা হয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬তম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা। ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় উপাধি, মুজাহহিযু জাইশিল উসরাতি

তাঁর আরেকটি উপাধি **"মুজাহহিযু জাইশিল উসরাতি"**ও ছিলো, যার অর্থ হচ্ছে, অভাবগ্রস্থ বাহিনীকে আর্থিক সহায়তাকারী। তাবুকের যুদ্ধের সময় যে ইসলামী বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিলো তাদের **জাইশুল উসরাতি** বলা হয়, কেননা তাবুক যুদ্ধ খুবই দুর্গম স্থানে এবং কঠিন গরমের মৌসুমে হয়েছিলো। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন হাব্বাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **"জাইশি উসরাত"** (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধ) এর জন্য প্রস্তুতি নেয়ার উৎসাহ দিচ্ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! বোঝাই বহন করার গদী এবং আনুষাঙ্গিক মালপত্রসহ একশটি উট আমার দায়িত্বে। **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আবারো উৎসাহ দিলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আবারো দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সকল মালপত্র সহ দুইশ উট পেশ করার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। **দু'জাহানের সুলতান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আবারো উৎসাহ দিলে তখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি মালামাল সহ তিনশ উট নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করছি। একথা শুনে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনেক খুশি হলেন। তাই তাঁকে **"মুজাহহিযু জাইশিল উসরাতি"** অর্থাৎ অভাবগ্রস্থ বাহিনীকে আর্থিক সহায়তাকারী বলা হয়।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে ওসমান বিন আফফান, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে প্রায়ই দেখা যায়, অনেক লোক আরেকজনের দেখা দেখিতে আবেগ প্রবণ হয়ে মোটা অংকের চাঁদা লিখিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু আদায় করার সময় তা তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি শেষ পর্যন্ত অনেক লোক সে মোটা অংকের চাঁদা পরিশোধ করতে অপরাগতা প্রকাশ করে কিংবা অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান মাহবুবে মুস্তফার বদান্যতা ও মহানুভবতার প্রতি। তিনি জনসমক্ষে যা ঘোষণা দিতেন তার চাইতেও অনেক বেশী বেশী চাঁদা দান করতেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: মনে রাখবেন যে, এটা তো ছিল তাঁর ঘোষণা মাত্র কিন্তু দেয়ার সময় তিনি (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া ও ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেছিলেন, এরপর আরো দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। (মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো লিখেন) মনে রাখবেন, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ প্রথমে ১০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন, দ্বিতীয়বার আরো ২০০টি এবং তৃতীয়বার আরো ৩০০টি, সব মিলে ৬০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা। কারামাতে ওসমান গণী, ৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চতুর্থ উপাধি, সাহিবুল হিজরাতাইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যেমনিভাবে ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের সম্পদকে উৎসর্গ করেছেন, তেমনিভাবে নিজেও পেছনে থাকতেন না। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঐসকল কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অন্তর্ভূক্ত, যারা **আল্লাহ তায়ালার** পথে দু'বার হিজরত করেছেন, একবার আবিসিনিয়ায় এবং দ্বিতীয়বার মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا। তাই তাঁকে **"সাহিবুল হিজরাতাইন"** উপাধি দ্বারাও স্মরন করা হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, দুইবার হিজরতকারী। **(তাবকাতে কুবরা, ওসমান বিন আফফান, ৩য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা। আসাদুল গাবা, ওসমান বিন আফফান, ১ম খন্ডম ৭৪৯ পৃষ্ঠা। কারামাতে ওসমানে গণী, ৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর মহত্বের কারণে কি কি উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। নিঃসন্দেহে একজন মানুষের উন্নত গুণাবলী যত বেশি হবে, তত বেশি উপাধি এবং উত্তম ভাবে তাঁকে স্মরণ করা হবে। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এতগুলো উপাধি হওয়া তাঁর মহত্ব ও শানের নিদর্শন।

হাদীসে মুবারাকা এবং শানে ওসমানে গণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, একজন গোলাম তো তার মুনিবের দান এবং তার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। কিন্তু সফলতা তো এতেই যে, যখন মুনিবও তার গোলামের গুণাবলীর কারণে তার প্রশংসা করে এবং তার সাথে তৈরি হওয়া গভীর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُও সেই সকল সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের জন্য **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মুবারক অসংখ্যবার নড়েছিলো অর্থাৎ যাঁদের সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কথা বলেছেন, কখনো তাঁকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, কখনো তাঁকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের জান্নাতি সাথীদের মধ্যে ঘোষনা করেন, কখনো তাঁকে পরিপূর্ণ লাজুকের সনদ প্রদান করেন, কখনোবা তাঁর শাফায়াতের মাধ্যমে লোকেরা জান্নাত পাবার ঘোষনা করেন। আসুন! শানে ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবন করি:

১. ওসমান আমার থেকে আর আমি ওসমান থেকে। **(তারিখে দামেশক, ৩৯/১০২)**

২. জান্নাতে সকল নবীর এক এক সাথী হবে এবং আমার সাথী হবে ওসমান বিন আফফান। **(তারিখে দামেশক, ৩৯/১০৪)**

৩. কিয়ামতের দিন ওসমানের শাফায়াতে সত্তর হাজার (৭০০০০) এমন লোকের বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ হবে, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো। **(তারিখে দামেশক, ৩৯/১২২)**

৪. লজ্জা ঈমানের অংশ এবং আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাজুক হলো ওসমান। (তারিখে দামেশক, ৩৯/৯২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর লাজ ও লজ্জার কথা কি আর বলবো, **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁকে লজ্জাবোধ করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সর্বদা খুবই উচ্চ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, এমনকি জাহেলিয়্যতের যুগেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনেক মন্দ কাজ থেকে দূরে ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ স্বয়ং নিজের কিছু গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি কখনো অহেতুক কবিতা আবৃতি করিনি এবং কখনো এর আশাও করিনি, জাহেলিয়্যতের যুগ এবং ইসলামী যুগ উভয়েই আমি কখনো মদ পান করিনি আর যখন থেকে আমি **উভয় জগতের মালিক ও মুখতার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করি, তখন থেকে কখনো আমার ডান হাত দ্বারা আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯তম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরো বলেন: আমি বন্ধ কামরায় গোসল করার সময় **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে যাই। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮ম খন্ড, ৮০৩ পৃষ্ঠা, ৫০৭১ নং হাদীসের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাতো আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর লাজ-লজ্জা ছিল, অতঃপর আমাদের এখনকার নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার অবস্থা এমন যে, অনেক মানুষ টিভিতে সিনেমা ও নাটকের অশ্লীল দৃশ্য কখনো একা একা আবার কখনো পুরো পরিবারের সাথে বসে খুবই মজা করে দেখে থাকে, এখন তো مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ গুনাহ এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে না জানি কিরূপ ভয়ঙ্কর গুনাহ সহজেই করা হচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সফলতার লক্ষ্য খোঁজা এবং দুনিয়াবী অবস্থা সম্পর্কে নিজেকে সর্বদা আপডেট রাখার বাসনায় সম্ভবত অনেক লোক গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে দিচ্ছে, বিবাহের অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অশ্লীল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে নারী পুরুষের একত্রে মিলন এবং হাসি ঠাট্টা করা হয়। অধিকাংশ ঘরই সিনেমা হল এবং অধিকাংশ বৈঠকই নাট্যশালার পরিবেশ তৈরি করে, বেপর্দা মহিলারা লজ্জা শরমকে কপাটে সাজিয়ে গলি ও বাজারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে, আর পুরুষরাও তাদের চোখের লজ্জা ধুয়ে ফেলছে এবং এরূপ নারীদের দিকে চোখ বড় বড় করে দেখা যেনো তাদের অধিকার

মনে করে। মোটকথা আমাদের সমাজ অশ্লীলতা, বেহায়াপনার আগুনে খুবই দ্রুত জড়িয়ে পরছে, যার কারণে বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম চরিত্রিক অশ্লীলতা ও আমলহীনতার শিকার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজে লজ্জা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেই আমরা জনসম্মুখে হারাম কাজ এবং অসংখ্য গুনাহ করতে একেবারেই লজ্জিত হই না। গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া, কুধারণা করা, গীবত করা, চুগলী করা, মিথ্যা বলা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাত করা, মুসলমানদের মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকা, মদ পান, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, সুদ-ঘুষের লেনদেন, মা-বাবার নাফরমান, আমানতের খিয়ানত, অভিমান ও অহংকার, হিংসা ও রিয়াকারী, উচ্চ আখাঙ্ক্ষা, কৃপণ ও আত্মম্ভীরতা ইত্যাদি গুনাহ আমাদের সমাজে খুবই নির্বাক ভাবে করা হয়। এমন মনে হয় যেনো, লাজ লজ্জা আমাদের কখনো স্পর্শ করেও যায়নি।

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করতে এবং লাজ লজ্জা অবলম্বন করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য সফর করুন এবং সফলভাবে জীবন অতিবাহিত করা ও নিজের আখিরাতকে সজ্জিত করতে প্রতিদিন **"ফিকরে মদীনা"** এর মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একটি মাদানী মুযাকারায় মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করানো সম্পর্কে মাদানী ফুল প্রদান করতে গিয়ে বলেন: "প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালার ছক পূরণ করুন এবং যিম্মাদারকে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে জমা করিয়ে দিন, ১০ তারিখের অপেক্ষা করবেন না।" সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দর্শক নন্দিত ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেল **"মাদানী চ্যানেল"** নিজেও দেখুন এবং অপরকেও দেখার উৎসাহ প্রদান করতে থাকুন।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে "চৌক দরস"

এছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন, যেলী হালকার ১২টি

মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে চৌক দরস, ✯ চৌক দরসের বরকতে মুসলমানদেরকে নেকীর দাওয়াত দয়ার সাওয়াব অর্জিত হয়। ✯ চৌক দরসের বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি নসীব হয়। ✯ চৌক দরস মানুষকে সুন্নাতের নৈকট্য করার উপায় স্বরূপ। ✯ চৌক দরসের বরকতে বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে সক্ষম হয়। ✯ চৌক দরসের বরকতে দ্বীনের বিষয় শিখার প্রেরণা নসীব হয়। ✯ চৌক দরস আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া অর্জনের উপায় হয়। কেননা দরস প্রদানকারীকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এভাবে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন:

জু দেয় রোজ দো দরসে ফয়যানে সুন্নাত, মে দে তা হোঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা।

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে চৌক দরসের একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দেলিত হই।

আমি ভিডিও সেন্টার কেন বন্ধ করে দিলাম?

লান্ডি (বাবুল মদীনা করাচী) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমাদের এলাকায় একটি ভিডিও সেন্টারের বাইরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাই উম্মতের সংশোধনের চেতনায় গ্রীষ্মের তাপ এবং শীতের ঠান্ডা উপেক্ষা করে নিয়মিতভাবে চৌক দরস দিত। ইসলামী ভাইটি সেই ভিডিও সেন্টারের মালিককেও দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিতেই থাকতো, কিন্তু সে প্রতিদিনই ব্যস্ততার অযুহাত দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করত, অবশেষে একদিন চৌক দরসে অংশগ্রহণ করেই নিল। যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ দরস শুরু করল তখন খোদাভীতি এবং ইশকে মুস্তফায় ভরা বাক্য প্রভাবময় তীর হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করল। মন ও মননে ছেয়ে থাকা উদাসীনতার পর্দা সরে গেল। তার উপর চৌক দরসের বরকতে আখিরাতের ভাবনা প্রভাব বিস্তার করল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কিছুদিনের মধ্যেই তার মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন এসে গেল। সে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিল এবং গুনাহে লিপ্তকারী ব্যবসা (অর্থাৎ ভিডিও সেন্টার) বন্ধ করে দিল আর সুতা ও লেইস ফিতার ব্যবসা শুরু করে দিল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ওসমানের মুসলমানদের জন্য পানি ক্রয় করা

বর্ণিত আছে যে, যখন মুহাজিররা মক্কা মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আসলো তখন এখানকার লবনাক্ত পানি তারা ব্যবহার করতে পারছিলো না। বনী গাফফারের এক ব্যক্তির মালিকানায় মিঠা পানির একটি ঝর্ণা ছিলো, যাকে **"রুমা"** বলা হতো। সে এর এক মশক পানি এক **'মুদ'** এর বিনিময়ে বিক্রি করতো। **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, শাহান শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: এই ঝর্ণাটি আমার নিকট একটি জান্নাতি ঝর্ণার বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার এবং আমার সন্তানদের ভরনপোষন এর মাধ্যমেই হয়, আমার এরূপ করার সামর্থ্য নেই।" যখন এই সংবাদ হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিকট পৌঁছলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই ঝর্ণার মালিকে নিকট থেকে পয়ত্রিশ হাজার (৩৫০০০) দিরহামের বিনিময়ে তা কিনে নিলেন, অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: "يَا رَسُولَ اللهِ اَتَجْعَلُ لِي مِثْلَ الَّذِي جَعَلْتَهُ لَهُ عَيْنًا فِي الْجَنَّةِ اِنِ اشْتَرَيْتُهَا؟" অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যেমনিভাবে আপনি সেই ব্যক্তিকে জান্নাতি ঝর্ণা দান করছিলেন, যদি আমি এই ঝর্ণা তার থেকে কিনে নিই, তবে কি হুযুর আমাকে দান করবেন?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আরয করলেন: আমি সেই ঝর্ণা কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।

(মু'জামু কবীর, বশীরুল আসলামী আবু বশর, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! যখন মুসলমানরা পানির খুবই কষ্টে ছিলেন, তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই পুরো ঝর্ণাটি কিনে **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ওয়াকফ করে দিলেন। আমাদেরও উচিৎ যে, যদি কোন মুসলমানকে কষ্ট বা বিপদে লিপ্ত দেখি এবং তার প্রয়োজন মিটানোর সামর্থ্য থাকে তবে তার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা। সেই ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যবান, যে অভাবীদের সাহায্য করে, গরীবদের সহায়তা করে, দুখীদের দুঃখ মোচন এবং অহায়দের অসহায়ত্ব দূর করে, কেননা যে অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করে, **আল্লাহ তায়ালা**ও তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের এমন বর্ষন করবেন যে, তার

জীবনে চারিদিকে বসন্ত এসে যাবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

১. যে মুমিনের দুনিয়াবী কষ্ট সমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করলো, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তার কষ্ট সমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন, যে দুনিয়ায় অভাবীর জন্য সহজতা প্রদর্শন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করবেন, যে দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষক্রটি গোপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষক্রটি গোপন করবেন এবং **আল্লাহ তায়ালা** ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ না বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, বাবু ফযলুল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কোরআন, নম্বর-২৬৯৯, ১৪৪৭ পৃষ্ঠা)

২. যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণের জন্য চলল, তার এই আমল তার জন্য দশ বছর ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্য একদিন ইতিকাফ করবে **আল্লাহ তায়ালা** তার এবং জাহান্নামের মধ্যখানে তিনটি খন্দক (পরিখা) প্রতিবন্ধক করে দেন এবং এর মধ্যে দু'টি খন্দকের মধ্যখানে ব্যবধান পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধানের চেয়েও বেশি।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, নম্বর-৮, ৩য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও আমাদের মুসলমান ভাইদের কল্যাণ কমনা করার এবং তাদের সমস্যা দূর করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাওসারের মালিক পিপাসা নিবারন করে দিয়েছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়েরা অভাব পূরণ করবে, তবে সে **আল্লাহ তায়ালা**র পছন্দনীয় বান্দা হয়ে যায় এবং **আল্লাহ তায়ালা** অদৃশ্য থেকে তার চাহিদা পূরণ করে থাকেন। যেহেতু আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের সারা জীবন মানুষের অভাব পূরন করা, তাদের সমস্যা সমাধান করা এবং গরীবদের সাহায্য করাতে অতিবাহিত করেছেন, তাই যখন তাঁর উপর পরীক্ষা আসলো এবং তাঁর জন্য পানি বন্ধ করে দেয়া হলো,

তখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং এসে হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর পিপাসা নিবারন করলেন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, যখন বিদ্রোহীরা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মহা মর্যাদাপূর্ণ ঘরকে অবরোধ করে রেখেছিলো, তাঁর ঘরে পানির একটি ফোঁটাও যেতে দিচ্ছিলো না এবং তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে থাকেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে দেখে বললেন: "مَرْحَبًا بِاَخِیْ অর্থাৎ হে আমার ভাই! সুস্বাগতম।" অতপর বললেন: হে আব্দুল্লাহ বিন সালাম! আমি আজ রাতে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার ঘর আলোকিত করে তাশরীফ আনতে দেখেছি, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই সহানুভূতির ভাষায় ইরশাদ করেন: হে ওসমান! এই লোকেরা বন্দী করে এবং পানি বন্ধ করে তোমায় পিপাসায় অস্থির করে দিয়েছে না?" আমি আরয করলাম: "জি হ্যাঁ।" তখন সাথে সাথেই একটি বালতি আমার দিকে ঝুলিয়ে দিলেন, যা পানিতে ভরা ছিলো, আমি সেখান থেকে পান করা শুরু করলাম, এমনকি পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম এবং এখনো সেই পানির শীতলতা আমার বুক এবং উভয় কাঁধের মাঝখানে অনুভব করছি অতঃপর **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "اِنْ شِئْتَ نَصَرْتُ عَلَيْهِمْ وَاِنْ شِئْتَ اَفْطَرْتَ عِنْدَنَا অর্থাৎ যদি তুমি চাও, তবে সেই লোকদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সাহায্য করবো আর যদি তুমি চাও, তবে আমার নিকট এসে রোযার ইফতার করো।" তখন আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে উপস্থিত হয়ে রোযার ইফতার করাকে পছন্দ করলাম। (হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, আমি এরপর বিদায় নিয়ে চলে আসলাম) এবং সেই দিনই বিদ্রোহীরা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে শহীদ করে দেন। হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন যে, "হযরত আল্লামা ইবনে বা'তিস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উক্তি অনুযায়ী আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের এই ঘটনা স্বপ্নে নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় সংগঠিত হয়েছিলো।"

(আল হাভী লিল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা। কারামতে ওসমানে গণী, ১২ পৃষ্ঠা)

অসহায়দের সহায় আমাদের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহ এবং **তাঁর** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সম্পূর্ণ অবস্থা **তাঁর** সামনে প্রকাশিত ছিলো, পাশাপাশি এটাও জানা গেলো যে, **আমাদের মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসহায়দের সহায়ও বটে, তাইতো ইরশাদ করেন: "اِنْ شِئْتَ نَصَرْتُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ যদি তুমি চাও, তবে সেই লোকদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সাহায্য করবো?"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

স্বীয় সমাধির স্থান সম্পর্কেও জানিয়ে দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে **আল্লাহ তায়ালা** স্বীয় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে মানুষদের সাহায্য করার ক্ষমতা প্রদান করেন, তেমনিভাবে সেই **রব তায়ালাই** নেক ব্যক্তিত্বদের মাঝে যাকে চান অদৃশ্যের জ্ঞানও দান করেন। বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মাদীনা মুনাওয়ারার কবরস্থান **"জান্নাতুল বক্বী"**র ঐ অংশে তাশরীফ নিয়ে যান, যাকে **"হাসসে কাউকাব"** (একজন আনসারী সাহাবীর বাগানের জায়গা) বলা হয়, তিনি সেখানে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে বললেন: "শীঘ্রই এখানে একজন নেককার লোককে সমাহিত করা হবে।" সুতরাং তাঁর এই উক্তির কিছুদিন পরেই তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ শাহাদাত বরণ করেন এবং বিদ্রোহীরা তাঁর লাশ মোবারক নিয়ে এমন খেলায় মেতে উঠল যে, তাঁকে না রওযা মোবারকের পাশে দাফন করা সম্ভব হয়েছিলো, না জান্নাতুল বাকীর ঐ অংশে যেখানে প্রসিদ্ধ বড় বড় সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কবরস্থান ছিলো, বরং সবার থেকে দূরে আলাদা ভাবে এই **"হাসসে কাউকাব"** নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়, যা সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন, তাছাড়া এটা ছিলো সেই স্থান, যেখানে কাউকে সমাহিত করা সম্পর্কে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, কেননা তখনও সেখানে কোন কবর ছিলো না।

(রিয়াযুন নুদ্বরা, ৩য় খন্ড, ৪১পৃষ্ঠা। কারামাতে সাহাবা, ৯৬ পৃষ্ঠা। ইযালাতুল খাফা, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

অদৃশ্যের জ্ঞান এবং আল্লাহর আউলিয়াগণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত দ্বারা জানা গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** আউলিয়াদের ঐ বিষয়ে জ্ঞান দান করেন যে, তাঁরা কখন ও কোথায় ওফাত গ্রহণ করবেন এবং কোন স্থানে তাদেরকে সমাহিত করা হবে। আর কোন কাজের পরিনতি ও ভবিষ্যতের অবস্থা জেনে নেয়াকে অদৃশ্যের জ্ঞান তথা ইলমে গাইব বলা হয়। এবার একটু ভাবুন তো! যেখানে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন সাহাবী, **আল্লাহ তায়ালার** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অদৃশ্যে বিষয় জানিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন বলে মনে হয়? যেমনটি ৩০তম পারার সূরা তাকভীরের ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾ (পারা ৩০, আত তাকভীর, আয়াত ২৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং এই নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করা ব্যাপারে কৃপন নয়।

এই আয়াতের মুবারাকা দ্বারা জানা গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষদেরকে অদৃশ্যের বিষয় জানাতেন এবং স্বভাবতই জানাবে তো সেই, যে স্বয়ং নিজেও জানে। (ভয়ঙ্কর জাদুকর, ১৩ পৃষ্ঠা) হযরত ইমাম আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ খতীব কাস্তালানি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত, এই বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে খুবই প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যেকের মুখে মুখেই ছিলো।

(আল মাওয়াহিব লিদ দুনিয়া বিল মানাহিল মুহাম্মদীয়া, ৩য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল মদীনা লাইব্রেরী মজলিশের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানের রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুন্নাতের খেদমতে প্রায় ১০৪টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে। সহজভাবে দ্বীনের জ্ঞানের আলোকে প্রসারিত করা এবং মানুষদের ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধশালী করতে এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ **"আল মদীনা লাইব্রেরী"** নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাতে অধ্যয়ন করার জন্য সুন্দর পরিবেশ,

অডিও, ভিডিও বয়ান ও মাদানী মুযাকারা শুনা এবং মাদানী চ্যানেল দেখার জন্য কম্পিউটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। আল মদীনা লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, ওলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব ও রিসালা সমূহ এবং CDs ও VCDs ইত্যাদি মজলিশের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী রাখার উৎসাহ দেয়া হয়। আমরাও এই সূবর্ন সুযোগে ইলমে দ্বীনের বরকত দ্বারা সৌভাগ্যশালী হতে পারি।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরাতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পরে যাক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিসওয়াক করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে মিসওয়াকের মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: **(১)** ইরশাদ হচ্ছে: মিসওয়াক করে দুই রাকাত নামায পড়া, মিসওয়াক না করে ৭০ রাকাত নামযের চেয়ে উত্তম। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস নং- ১৮) **(২)** ইরশাদ হচ্ছে: মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও, কেননা তা মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির মাধ্যম। (মুসনাদে আহমদ, ২/৪৩৮, হাদীস নং - ৫৮৬৯) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুস্বরন হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **রব তায়ালা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে এবং পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামেয়ে, ৫/২৪৯, হাদীস নং- ১৪৮৬৭)

ঘোষণা

মিসওয়াক করার অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার জাদুয়াল

(১) বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বয়ান: ৫ মিনিট, (২) দোয়া মুখস্ত করা: ৫ মিনিট, (৩) ফিকরে মদীনা: ৫ মিনিট। সর্বসাকুল্যে ১৫ মিনিট।

মিসওয়াক করার সুন্নাত ও আদব

✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিসওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/১৬৬) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** প্রথম খন্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মাশায়েখে কিরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিসওয়াক করাতে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা।" ✱ মিসওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিসওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিসওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়। অন্যথায় এতে শয়তান বসে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক (GAP) সৃষ্টি করে। ✱ মিসওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ উচিৎ যে, মিসওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটতে থাকা, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিসওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের পাশাপাশি মিসওয়াক করুন। ✱ যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধুয়ে নিন। ✱ মিসওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিসওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিসওয়াক করবেন। ✱ মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✱ মিসওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদা ঐ সময় হবে যখন মুখ দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৬২৩) ✱ মিসওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায়

সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। ✱ মিসওয়াকের ফযীলত এবং উপকারীতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"মিসওয়াকের ফযীলত"** রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নতুন পোশাক পরিধানের সময়কার দোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মাদানী হালকায় আজকের জাদুয়াল অনুযায়ী **"নতুন পোশাক পরিধানের সময়কার দোয়া"** মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ، وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য, যিনি আমাকে ঐ কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমি আমার সতর ঢেকে রাখি, আর এর মাধ্যমে আমি জীবনে সৌন্দর্য্য লাভ করছি। **(তিরমিযী, বাবু মান আবওয়াবুদ দাওয়াত, ৫/৩২৭, হাদীস নং- ৩৫৭১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে ফিকরে মদীনা করার পদ্ধতি (৭২ মাদানী ইনআমাত)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) মুহূর্তকাল চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)**

আসুন! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার পূর্বে **"ভাল ভাল নিয়্যত"** করে নিই।

১. **আল্লাহ তায়ালা** সন্তুষ্টির জন্য নিজেও মাদানী ইনআমাতের রিসালা থেকে আজকের ফিকরে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করবো এবং অপরকের উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

৩. যার উপর আমল হয়নি, তার জন্য আফসোস এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী মাদানী ইনআমের প্রতি **আল্লাহ** না করুক আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকীর (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো মাদানী ইনআমাতের উপর আমল) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর পরেও আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার আসল উদ্দেশ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামী কালও মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ (অর্থাৎ ফিকরে মদীনা) করবো।

৯. যেনতেন ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো।

আজ যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তা নিচে দেয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (**0**) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ :- নিজের মাদানী ইনআমাতের রিসালার উপর দৃষ্টি রেখেই ফিকরে মদীনা করুন।

প্রতিদিনের ৫০টি মাদানী ইনআমাত:

(১) ভাল ভাল নিয়্যত কি করেছি? (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযা তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? (৩) প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, তাসবীহে ফাতিমা, সূরা ইখলাস কি পাঠ করেছি? (৪) আযান ও ইকামতের উত্তর কি দিয়েছি? (৫) ৩১৩ বার দরূদ শরীফ কি পাঠ করেছি? (৬) মুসলমানকে কি সালাম করেছি? (৭) আপনি ও জি বলে কি কথাবার্তা বলেছি? (৮) জায়িয বিষয়ের ইচ্ছায় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলেছি কি? (৯) সালাম ও হাঁচি দাতার হামদ শুনে কি উত্তর দিয়েছি? (১০) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পরিভাষা কি ব্যবহার করেছি? (১১) ক্ষুধা হতে কম খেয়ে পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর চেষ্টা কি করেছি? (১২) দু'টি মাদানী দরস কি দিয়েছি? (১৩) প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কি পড়েছি "বা" পড়িয়েছি? (১৪) ১২ মিনিট সংশোধন মুলক কিতাব এবং ফয়যানে সুন্নাত থেকে ধারাবাহিক ভাবে ৪ পৃষ্ঠা কি পড়েছি? (১৫) ফিকরে মদীনা কি করেছি? (১৬) সালাতুত তাওবা কি আদায় করেছি? (১৭) চাটাইয়ে ঘুমিয়েছি কি, মাথার পাশে সুন্নাত বক্স কি রেখেছি? (১৮) সুন্নাতে কবলিয়্যা ও ফরযের পর নফল সমূহ কি আদায় করেছি? (১৯) তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিন কি আদায় করেছি? (২০) তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ কি আদায় করেছি? (২১) কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহ কি তিলাওয়াত করেছি? (২২) দু'জনের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ কি করেছি? (২৩) দু'ঘন্টা কি মাদানী কাজে অতিবাহিত করেছি? (২৪) নিজের নিগরানের আনূগত্য কি করেছি? (২৫) কারো নিকট থেকে চেয়ে কি কোন জিনিস ব্যবহার করেছি?

(২৬) কারো দোষ সংগঠিত হলে কি তাকে সংশোধন করেছি? (২৭) পর্দার উপর কি পর্দা করেছি? তাছাড়া কিবলার দিকে মুখ করে কি বসেছি? (২৮) রাগের চিকিৎসা কি করেছি? (২৯) অহেতুক প্রশ্ন তো করিনি? (৩০) নামুহরিম আত্মীয় স্বজন/ নামুহরিম প্রতিবেশীর সাথে কি শরয়ী পর্দা করেছি? (৩১) সিনেমা, নাটক, গান বাজনা থেকে বিরত থেকেছি? (৩২) ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা কি করেছি? (৩৩) অপবাদ, গালাগালি করা থেকে কি বিরত থেকেছি? (৩৪) অন্যের কথা তো কাটিনি? (৩৫) সাদায়ে মদীনা কি লাগিয়েছি? (৩৬) চোখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে কি দৃষ্টিকে নিচের দিকে রেখেছি? (৩৭) অপরের ঘরের ভেতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার কি চেষ্টা করেছি? (৩৮) মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী থেকে কি বিরত ছিলাম? (৩৯) দিনের অধিকাংশ সময় কি ওযু অবস্থায় ছিলাম? (৪০) শ্রোতার চেহারা দিকে তো দৃষ্টি নিবদ্ধ করিনি? (৪১) সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? (৪২) মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন রেখেছি? (৪৩) সবার সাথে একইরূপ সম্পর্ক কি রেখেছি? (৪৪) নামায ও দোয়ায় কি বিনয় ও নম্রতা বজায় রেখেছি? (৪৫) বিনয়ের এমন শব্দ তো বলিনি যার সমর্থন অন্তরে ছিলো না? (৪৬) মুখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে ইশারায় এবং ৪বার লিখে কথাবার্তা বলেছি কি? (৪৭) একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার অডিও, ভিডিও বা মাদানী চ্যানেল ১ ঘন্টা ১২ মিনিট কি দেখেছি? (৪৮) হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, সে আঘাত দেয়া, অট্টহাসি দেয়া থেকে কি বিরত ছিলাম? (৪৯) প্রয়োজনীয় কথা অল্প শব্দে কি বলেছি? (৫০) সারাদিন মাদানী হুলিয়া কি পরিধান করে ছিলাম?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনি

❖ ❖ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ কুফলে মদীনা চশমা ব্যবহার ১২ বার

সাপ্তাহিক ৮টি মাদানী ইনআমাত

(৫১) সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ ছিলো? (৫২) ইজতিমার পর ৪ জনের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ কি করেছেন? (৫৩) রোগীর শশ্রুষা কি করেছি? (৫৪) মাদানী দাওরায় কি অংশগ্রহণ করেছি? (৫৫) যারা পূর্বে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু এখন আসে না, তাদেরকে আবারো সম্পৃক্ত করার কি চেষ্টা করেছি? (৫৬) মসজিদ ইজতিমায় (সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা) কি অংশগ্রহণ করেছি? (৫৭) চিটি কি প্রেরণ করেছি? (৫৮) সোমবার শরীফের রোযা কি রেখেছি?